১৫৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার গুরুত্ব অসীম। অন্ততঃ এই যুগে। বর্তমান বিশ্বে সেই দেশই অধিক অগ্রসর যে দেশ বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানে সমৃদ্ধ। আমাদের দেশে এই জ্ঞান অর্জনের সুযোগ অনুপস্থিত নয়। তবে প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। বর্তমান সরকার ইহার প্রতিকার করার জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

উদ্যোগটি হইল, দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরও ১২টি বিজ্ঞান ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এক খবর হইতে জানা যায় যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই সুপারিশ করা হইয়াছে '৯৬-৯৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার। প্রকাশ, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করিতে ১৫২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই অর্থের সংস্থান ও পরবর্তী ব্যয় নির্বাহ করা হইবে অভ্যন্তরীণ খাত হইতে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১২০ একর জমি হুকুম-দখল করার সুপারিশ করিয়াছে। পাশাপাশি দেওয়া হইয়াছে একটি বিকল্প প্রস্তাব। প্রস্তাবটি হইল, যেখানে সম্ভব সেখানে প্রাথমিকভাবে বড় কলেজগুলিতে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

সন্দেহ নাই যে, প্রস্তাবটি গভীর বাস্তববোধসম্মত। এক সময় ছিল যখন বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন জনসংখ্যা ছিল কম। জীবনবোধ ছিল ভিন্ন। দেশ ছিল কৃষি-নির্ভর। কৃষিখাতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইত তাহাতেই জীবন চলিয়া যাইত।

এখন জীবনবোধ আমূল পরিবর্তিত। কেবল প্রাণ ধারণ আর দিন যাপনে মানুষ তুষ্ট নয়। সে চায় জীবন উপভোগ করিতে। জীবনবোধের এই পরিবর্তনের পাশাপাশি জনসংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়াছে। '৭১-সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি। এখন ১১ কোটির বেশী। এই বাড়তি জনসংখ্যা জমির উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে চাহিদা বাড়িতেছে, অন্যদিকে আবাদী জমির পরিমাণ কমিতেছে দিন দিন। কৃষিখাতের পক্ষে বাড়তি জনসংখ্যার কর্মসংস্থান ও অন্নসংস্থান কোনটিই সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন কল-কারখানা। বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের প্রসার ছাড়া ইহা সম্ভব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্যও জরুরী। ইহা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বিদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার দক্ষ ব্যক্তির চাহিদা ও বেতন-ভাতা দুই-ই বেশী।

নানা কারণে গণ-মানুষের মধ্যে একটি ধারণা সৃষ্টি হইতেছিল যে, অভ্যন্তরীণ খাত হইতে বড় কিছুই করা সম্ভব নয়। কারণ আমরা নেহাত গরীব। সম্পদ ও শক্তি বলিতে কিছু নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই ধারণা বহু পরিমাণে অপসৃত হইবে। পাশাপাশি আত্মশক্তি সম্পর্কে আমরা অধিক বলবান হইব। দেশের জন্য ইহার পরিণতি হইবে মঙ্গলজনক।

অতীতে অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থাপিত হইয়াছে অজস্র ভিত্তিপ্রস্তর। কিন্তু বাস্তবে বহু পরিকল্পনার 'কল্পনা' ছাড়া 'পরির'-সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শেওলা পড়িয়া ভিত্তিপ্রস্তর কবে যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, পাওয়া যায় নাই ইহার সন্ধান। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ইহা এক ধরনের আত্মপ্রতারণা ও সরল দেশবাসীকে ধোকা দেওয়ার শামিল। তেমন মানসিকতার অবসান দেশের জন্য মঙ্গলজনক এবং সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধির সহায়ক হইতে বাধ্য। যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাধ্য নাই উহা গ্রহণ বা ইহার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অর্থহীন।